সালাতুল জানাযায় কি সূরা ফাতিহা জরুরি ?

রাইয়ান বিন লুৎফুর রহমান

সেদিন গাজীপুর থেকে এক মসজিদের ইমাম ছাহেব ফোন করে জানালেন ,তাঁর এলাকায় গত কয়েকদিন আগে এক ব্যক্তির ইন্তেকাল হয়। ঘটনাক্রমে সেই সময় তিনি এবং এলাকার অন্যান্য ইমাম উপস্থিত না থাকায় এক গাইরে মুকাল্লিদ বন্ধু জানাযার নামাযে ইমামতি করেন। নামায শেষে তিনি এলাকার মুসুল্লীদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা দেন ‘এতদিন যত জানাযার নামায পড়েছেন কোনোটাই হয়নি। কেননা জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পড়া ফরয। যেহেতু এতদিন এই ফরযের উপর আমল হয়নি তাই কোনো জানাযার নামাযই সহীহ হয়নি। তার এই বক্তব্যে সেই এলাকায় ব্যাপক অস্থিরতার সৃষ্টি হয়েছে।

অথচ জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পড়া ফরয হওয়া তো অনেক দুরের বিষয় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন এ মর্মে কোনো সহীহ হাদীস আছে বলে আমাদের জানা নেই। এ প্রসঙ্গে হাফেয ইবনুল কায়্যিম রাহ .-এর একটি উক্তি উল্লেখ করা যায় , যাকে আমাদের ঐ বন্ধুরাও নিজেদের অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব বলে দাবি করে থাকেন। তিনি বলেছেন :

ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب ولا يصح إسناده

অর্থ : নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -থেকে উল্লেখ করা হয় যে , তিনি জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু এর সনদ সহীহ নয়। -যাদুল মা ‘আদ ১/৪৮৬

মূলত জানাযার নামায সাহাবায়ে কেরাম মৌখিক বর্ণনার পরিবর্তে প্রায়োগিক পদ্ধতিতেই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বেশি হাসিল করেছেন। পরবর্তীতে তা ‘আমুল এবং তাওয়ারুছের মাধ্যমে তাবেয়ীগণ সাহাবাদের থেকে তা হাসিল করেছেন। আর সাহাবা -তাবেয়ীগণ এবং খাইরুল কুরূনের ব্যাপক কর্মধারা সামনে রাখলে

[illegible]

[illegible]

قال ابن أبي شيبة : حدثنا محمد بن فضيل عن العلاء بن المسيب عن أبيه عن علي أنه كان إذا صلى على ميت يبدأ يحمد الله ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول : اللهم اغفر لأحيائنا و أمواتنـا وألـف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واجعل قلوبنا على قلوب خيارنا .

[illegible]

اللهم اغفر لأحيائنا وأمواتنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واجعل قلوبنا على قلوب خيارنا.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ما لك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه أنه سأل أبا هريـرة كيـف تصـلي على الجنـازة؟ فقـال أبـو هريرة أنا لعمر الله أخبرك أتبعها من أهلها فـإذا وضـعت كـبرت وحمـدت اللـه وصـليت على نبيـه ثم أقـول اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمـدا عبـدك ورسـولك وأنت أعلم به اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتـــنا بعده.

অর্থ : আবু সাঈদ মাকবুরী থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত আবু হুরায়রা রা.-কে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কীভাবে জানাযার নামায পড়েন? আবু হুরাইরা রা. বললেন, আল্লাহর কসম অবশ্যই আমি তোমাকে বলব। আমি মায়্যেতের (ঘর থেকে) পরিবারের সাথে আসি। অতপর যখন মায়্যেতকে রাখা হয় আমি তাকবীর দেই এবং আল্লাহর প্রশংসা করি। তারপর নবীর উপর দরূদ পড়ি। অতপর এই দুআ করি... اللهم।

-মুয়াত্তা মালেক, হাদীস ৫২১; মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ৬৪২৫; মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস ১১৪৯৫

এই আছরেরও সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য। এখান থেকেও বোঝা গেল, হযরত আবু হুরায়রা রা. জানাযার নামাযে কুরআন পড়তেন না।

(৪) উবাদা ইবনে ছামিত রা.-এর ফরমান

عن أبي هريرة أنه سأل عبادة بن الصامت عن الصلاة على الميت فقال أنا والله أخبرك تبدأ فتكبر ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول اللهم إن عبدك فلانا كان لا يشرك بك شيئا، أنت أعلم به، إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده.

অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত যে, তিনি উবাদা ইবনে ছামিত রা.-কে জানাযার নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! অবশ্যই আমি তোমাকে বলব, তুমি সর্বপ্রথম তাকবীর দিয়ে নামায শুরু করবে। অতপর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর দরূদ পড়বে এবং এই দুআ পড়বে ... اللهم

-সুনানে কুবরা বায়হাকী ৪/৪০

উল্লেখ্য : জানাযার নামাযে ফাতিহা পাঠ প্রমাণ করার জন্য গাইরে মুকাল্লিদ বন্ধুগণ হযরত উবাদা ইবনে ছামিত রা.-এর সূত্রে বর্ণিত এ প্রসিদ্ধ হাদীস উদ্ধৃত করে □□□□□-

لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.

‘যে ফাতিহাতুল কিতাব পড়েনি তার নামায নেই।’-সহীহ বুখারী, হাদীস ৭৫৬

অথচ উপরোক্ত বর্ণনায় পাওয়া গেল যে, স্বয়ং উবাদা ইবনুস সামিত রা.-ই জানাযার নামায ফাতিহা ছাড়া পড়ার নিয়ম জানতেন ও মানতেন। সাহাবী আবু হুরায়রা রা.-এর প্রশ্নের

لا صلاة إلا بقراءة

إنما هو الدعاء

سَأَلْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَقَالَ: "مَا كُنْتُ أَحْسَبُ أَنَّ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ تُقْرَأُ إِلَّا فِي صَلَاةٍ فِيهَا رُكُوعٌ وَسُجُودٌ"

[illegible]

[illegible]

[illegible]

وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ "لَا صَلَاةَ إلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ" وَلَا صَلَاةَ إلَّا بِقِرَاءَةٍ لَا يَتَنَاوَلُ صَلَاةَ الْجِنَازَةِ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِصَلَاةٍ حَقِيقَةً إنَّمَا هِيَ دُعَاءٌ وَاسْتِغْفَارٌ لِلْمَيِّتِ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا الْأَرْكَانُ الَّتِي تَتَرَكَّبُ مِنْهَا الصَّلَاةُ مِنْ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ إلَّا أَنَّهَا تُسَمَّى صَلَاةً لِمَا فِيهَا مِنْ الدُّعَاءِ، وَاشْتِرَاطُ الطَّهَارَةِ، وَاسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ فِيهَا لَا يَدُلُّ عَلَى كَوْنِهَا صَلَاةً حَقِيقِيَّةً كَسَجْدَةِ التِّلَاوَةِ؛

[illegible]

[illegible]

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ قَالَ: لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ

[illegible]

এ প্রসঙ্গে প্রথম কথা এই যে, স্বয়ং আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে ফাতিহা ছাড়া সালাতুল জানাযার নিয়ম বর্ণিত হয়েছে। তাবেয়ী আবু হামযা রাহ. বলেন-

قلت له : كيف أصلي في الكعبة؟

আমি তাঁকে *(ইবনে আব্বাস রা.- কে)* জিজ্ঞাসা করলাম, কা'বার ভিতরে নামায কীভাবে পড়ব? তিনি উত্তরে □□□□□-

كما تصلي في الجنازة تسبح وتكبر ولا تركع ولا تسجد ثم عند أركان البيت سبح وكبر وتضرع واستغفر، ولا تركع ولا تسجد

যেভাবে সালাতুল জানাযা পড়; তাসবীহ পড়বে, তাকবীর দিবে, তবে রুকু-সিজদা করবে না। এরপর বাইতের রোকনগুলোর কাছে তাসবীহ করবে, তাকবীর দিবে, রোনাযারি করবে ও ইস্তিগফার করবে। তবে রুকু করবে না ও সিজদা করবে না। -ফতহুল বারী শরহু সহীহিল বুখারী ৩ : ৪৬৯

এ বর্ণনার সনদ সহীহ।

লক্ষ্য করুন, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. কুরআন তিলাওয়াতের উল্লেখ করেননি। এখানে মনে রাখতে হবে যে, ইবনে আব্বাস রা. কা'বার ভিতরে নামায পড়াকে মাকরূহ মনে করতেন। তিনি মনে করতেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কা'বার ভিতরে নামায পড়া বিষয়ে যে বর্ণনাগুলো আছে তাতে 'সালাত' অর্থ দুআ, নামায নয়।

দ্বিতীয় কথা এই যে, ইতিপূর্বে উল্লেখিত সহীহ রেওয়ায়েতসমূহ থেকে জানা যায় যে, জানাযার নামাযে আল্লাহর হামদ-ছানা ও দুআ করা কর্তব্য। তবে এর জন্য কোনো দুআ-কালাম নির্ধারিত করে দেওয়া হয়নি। সুতরাং কেউ যদি সূরা ফাতিহার দ্বারা আল্লাহর হামদ ও দুআ করেন একে বিদআত বলার সুযোগ নেই। সাহাবায়ে কেরামের কারো কারো থেকে বর্ণিত ফাতিহা-পাঠের এ ব্যাখ্যাও হতে পারে। তাহলে সালাফের যুগ থেকে চলে আসা মুসলিম জাহানের সাধারণ কর্ম-ধারা ও বড় বড় মনীষী সাহাবীর কর্ম ও সিদ্ধান্তের সাথে তাদের কর্মের কোনো সংঘাত থাকে না। ইমাম তাহাবী রাহ. □□□□□□-

لعل قراءة من قرأ الفاتحة من الصحابة كان على وجه الدعاء لا على وجه التلاوة.

[illegible]

[illegible]

وَمِمَّنْ كَانَ لَا يقْرَأ فِي الصَّلَاة على الْجِنَازَة وينكر: عمر بن الْخطاب وَعلي بن أبي طَالب وَابْن عمر وَأَبُو هُرَيْرَة، وَمن التَّابِعين: عَطاء وطاووس وَسَعِيد بن الْمسيب وَابْن سِيرِين وَسَعِيد بن جُبَير وَالشعْبِيّ وَالْحكم، وَقَالَ ابْن الْمُنْذر: وَبِه قَالَ مُجَاهِد وَحَمَّاد وَالثَّوْري، وَقَالَ مَالك: قِرَاءَة الْفَاتِحَة لَيست مَعْمُولا بهَا فِي بلدنا فِي صَلَاة الْجِنَازَة،

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

قَـالَ مُحَمَّدٌ وَأَخْبَرَنَـا سُـفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي هَاشِـمٍ، عَنْ إِبْـرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، قَـالَ: الْأُولَى: الثَّنَـاءُ عَلَى اللَّهِ، وَالثَّانِيَةُ: صَلَاةٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالثَّالِثَةُ: دُعَاءٌ لِلْمَيِّتِ، وَالرَّابِعَةُ: سَـلَامٌ تُسَـلِّمُ. قَـالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

ليس ذلك بمعمول به ببلدنا إنما هو الدعاء، أدركت أهل بلدنا على ذلك.

কুফাবাসীর আমল

ইমাম তিরমিযী রাহ. বলেন,

وقال بعض أهل العلم : لا يقرأ في الصلاة على الجنازة إنما هو الثناء على الله والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت وهو قول الثوري وغير واحد من أهل الكوفة.

অর্থ : আর কতক আহলে ইলম বলেন : ‘জানাযার নামাযে (কুরআন) পড়া হবে না এ তো শুধু আল্লাহর প্রশংসা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ এবং মাইয়েতের জন্য দুআ। এটা সুফিয়ান ছাওরী রাহ. এবং কুফার একাধিক মনীষীর কওল-অভিমত। -জামে তিরমিযী ১০১১ নং হাদীসের অধীনে

উপরের আলোচনায় আমরা বেশ কয়েকজন সাহাবী ও তাবেয়ীর আছর উল্লেখ করলাম যারা কেউই জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পড়ার প্রবক্তা নন। সেই সাথে এটাও জানতে পারলাম যে, ইসলামের দুই কেন্দ্রভ,মি মদীনা মুনাওয়ারা এবং কুফা নগরীতে জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পড়ার কোনো প্রচলন ছিল না। এতদসত্তে;ও আমাদের গাইরে মুকাল্লিদ বন্ধুদের এই কথা বলা যে, ‘সূরা ফাতিহা ছাড়া জানাযার নামায হয় না’- বাড়াবাড়ি ছাড়া আর কিছু নয়।

এটা ঠিক যে, ইবনে আব্বাস রা.সহ দু’একজন সাহাবী জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পড়েছেন। কিন্তু ‘সূরা ফাতিহা না পড়লে জানাযার নামায হয় না’ এমন কোনো ফাতোয়া তাঁরা দিয়েছেন বলে আমাদের জানা নেই।

ঐ বন্ধুদের ব্যাপারে আমাদের অনুযোগ এটিই যে, তাঁরা সাহাবা-যুগ থেকে চলে আসা একাধিক পদ্ধতি সম্বলিত বিষয়গুলোতে একটি পদ্ধতিকে গ্রহণ করেন এবং অন্য পদ্ধতিকে বাতিল, ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দেন। অথচ জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা না পড়ার নিয়ম খাইরুল কুরূন তথা সাহাবা-তাবেয়ীযুগে ব্যাপকভাবে চর্চিত ও অনুসৃত ছিল। মদীনা মুনাওয়ারা এবং কুফা নগরীতে সূরা ফাতিহা পড়ার কোনো প্রচলনই ছিল না। এতে বোঝা যায় জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা না পড়ার নিয়মটিই অধিক শক্তিশালী।

[টীকা : মাশাআল্লাহ জানাযায় সূরা ফাতিহা বিষয়ে আমাদের কাছে দুটি প্রবন্ধ এসেছে। আলহামদুলিল্লাহ উভয় প্রবন্ধই ভাল। একটি মাওলানা আবু উমার রূহুল্লাহ নোমানীর অপরটি মাওলানা রাইয়ানের। যেহেতু দ্বিতীয় প্রবন্ধটি বেশি সহজ ও সাবলীল ছিল তাই

দ্বিতীয়টি প্রকাশ করা হল এবং অপরটি থেকে কিছু প্রয়োজনীয় বিষয় এই প্রবন্ধে অন্তর্ভুক্ত করা হল। আল্লাহ তাআলা উভয় লেখককে উত্তম প্রতিদান দিন এবং আমাদেরকে তাদের লেখা থেকে উপকৃত হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমীন। -সম্পাদক]